গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ২৪ - ৩০ মে ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com চার পাতা মূল্য ঃ ১ টাকা ■ ১

বিদ্যাসাগরের মূর্তি গুঁড়িয়ে বিজেপি বুঝিয়ে দিল তারা অন্ধকারের শক্তি

কলকাতায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের নেতৃত্বে রোড শো থেকে উন্মত্ত তাণ্ডবে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হতে পারে, এ ছিল কল্পনারও অতীত। তবে মিছিল যাঁরা দেখেছেন, অংশগ্রহণকারী বাহিনীর মারমুখী মেজাজ ও আচরণ যাঁরা শুরু থেকেই খেয়াল করেছেন, তাঁরা অবশ্যই আশঙ্কায় ছিলেন কী হয় কী হয় ভেবে। কিন্তু এই ধ্বংসকাণ্ড কি মত্ত দুষ্কৃতীদের তাৎক্ষণিক কোনও উত্তেজনার ফল? মোটেও তা নয়।

বিজেপি ধর্ম-বর্ণ-জাত নিয়ে যে রাজনীতির চর্চা করে তার সামনে একটা মজবুত প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যাসাগর তথা নবজাগরণের চিন্তা। বাংলায় যদি বিজেপি-রাজনীতির ভিত গাড়তে হয় তবে বিদ্যাসাগরকে আঘাত করা খুবই জরুরি। বিজেপির নেতারা ভাল করেই জানেন বাংলার জাতপাত কুসংস্কার বিরোধী চিন্তা, যার সূত্রপাত রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম থেকেই, সেটাই তাঁদের বঙ্গ বিজয়ের পথে প্রধান বাধা। তাঁদের এই ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই দলের সব স্তরে সঞ্চারিত। ফলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে ডাণ্ডাধারী অনুগামীদের হাত এতটুকু কাঁপেনি। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে বিজেপি প্রমাণ করল, দেশের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি তাদের কোনও শ্রদ্ধাবোধ নেই, দেশের মনীষীদের তারা মানে না। যথার্থ দেশপ্রেমের কণামাত্রও তাদের নেই। আর এস এস ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। বিজেপি সেই চিন্তারই সন্তান। ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এসেই তারা লেনিনের মূর্তি ভেঙেছে, কবি সুকান্তের মূর্তি ভেঙেছে। আসামে ভেঙেছে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। এ রাজ্যে ক্ষমতা দখলের তাড়নায় ভাঙল বিদ্যাসাগরের মূর্তি।

মহান বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে পরদিন ১৫ মে সকালেই এক ধিক্কার মিছিল কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বিদ্যাসাগরের ভাঙা মূর্তিতে মাল্যদান করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু (বাম দিকের ছবি) সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কলেজের সামনে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত মানুষ মিছিলে যোগ দেন। এই দিন দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবসে রাজ্যে রাজ্যে অসংখ্য ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। (ছবি তিনের পাতায়)

কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিন্তাকে বিজেপি নেতারা তাঁদের পথের কাঁটা মনে করেন কেন? বাস্তবে বিদ্যাসাগরের চিন্তা সব দিক থেকেই বিজেপির চিন্তার বিরোধী। বিজেপি রাজনীতিতে মূলধন করেছে ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, মধ্যযুগীয় চিন্তা-সংস্কৃতি আর ধর্ম-ভাষা-বর্ণগত বিদ্বেষকে। বিদ্যাসাগরের চিন্তা ছিল এই সমস্ত কিছুরই বিপরীত। বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর, বিধবা বিবাহ প্রবর্তক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের অন্যতম পরিচয় হলেও তাঁর যেটি সর্বপ্রধান পরিচয়, যাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছেন বিজেপি নেতারা, তা হল তাঁর অধ্যাত্মবাদমুক্ত মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তাই ছিল সেই যুগের সব চেয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল চিন্তা। এই চিন্তাকেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে সত্যের সাধনায় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তাই বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন সাহেব যখন সংস্কৃত কলেজে বিশপ বার্কলের দর্শন সংক্রান্ত পুস্তক 'এনকোয়ারি' পড়ানোর সুপারিশ করেন, তখন বিদ্যাসাগর তার তীব্র প্রতিবাদ করে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এফ জি ময়েটকে লিখলেন, "কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। কারণগুলি এখানে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিবাদের বিষয় নয়। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমাদের উচিত সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সময়ে, এদের প্রভাব কাটানোর জন্য ইংরেজি পাঠক্রমের খাঁটি দর্শন দিয়ে এগুলির বিরোধিতা করা। বিশপ বার্কলের এনকোয়ারি পড়ালে সেই উদ্দেশ্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্বভারতীতে ভয়াবহ ফি বৃদ্ধির কোপ প্রতিবাদে সোচ্চার ছাত্ররা

এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ২০ মে এক বিবৃতিতে বলেন, 'যখন সারা দেশ জুড়ে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের 'মহা উৎসব' চলছে, দেশবাসীর বিপুল উন্নয়ন সাধনের জন্য নেতা-মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে দেশের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে বিপুল ফি-বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন বিশ্বভারতীর ইউজি, পিজি-র সব বিভাগ, গবেষণা সহ সকল ক্ষেত্রে এ দেশের ছাত্রদের এ বছর ভর্তির জন্য ফর্ম ফিল-আপ ফি এবং ভর্তি ফি গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ এবং বিদেশি সার্কভুক্ত দেশগুলির জন্য পাঁচ গুণ ও সার্ক বহির্ভূত দেশগুলির জন্য দশগুণ বৃদ্ধি করা হল। ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ দরিদ্র-মধ্যবিত্ত মেধাবী ছাত্রদের বিশ্বভারতীতে প্রবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ফরমান জারি করলেন।

এমন একটি সময়ে এই ফরমান জারি করা হল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগে সেমেস্টার পরীক্ষা চলছে। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নামতে না পারেন। কিন্তু বিপুল এই ফি বৃদ্ধির (যেমন স্নাতক স্তরে গত বছর ভর্তি ফি ছিল— ১,০০০ টাকা, যা বেড়ে এ বছর হয়েছে ২০০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত। স্নাতকোত্তর স্তরে ছিল ১,৫০০ টাকা, বেড়ে হয়েছে ৩,০০০-৬,০০০ টাকা পর্যন্ত। পিএইচডিতে ছিল ৩,০০০ টাকা, হয়েছে ৮,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত। সার্ক ও সার্ক

চারের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে ভোট দিতে চাওয়ার অপরাধে খুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৯ মে এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

"ভোটের মাধ্যমে যে কোনও উপায়ে ক্ষমতায় আসার উদগ্র বাসনা কী ভাবে ক্ষমতালোভী দলগুলোকে সমস্ত নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত করেছে তা আজ মথুরাপুরের জেসমিনা গাজির হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রমাণ করছে।

জেসমিনা জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বাইশহাটা অঞ্চলের মেয়ে, এস ইউ সি আই (সি) দলের ভোটার, কয়েক মাস আগে বিয়ে হয়েছে মথুরাপুরের তেঁতুলবেড়িয়ায়। শ্বশুরবাড়ি তৃণমূলের সমর্থক। তিনি কয়েকদিন আগেই বাপের বাড়িতে ছিলেন। যাতে তিনি এস ইউ সি আই (সি)-কে ভোট দিতে না পারেন তার জন্য তাঁর স্বামী কয়েকদিন আগে জোর করে তাঁকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসে। গতকাল তিনি ভোট দিতে চেয়ে বাপের বাড়ি যেতে চেয়েছিলেন। এস ইউ সি আই (সি)-কে ভোট দিতে চাওয়ার অপরাধে তাঁকে মারধর করে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সংসদীয় রাজনীতির কতটা অধঃপতন হলে এই কাজ সম্ভব হতে পারে! আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছি।"

বিজেপি অন্ধকারের শক্তি

একের পাতার পর

সাধিত হবে বলে মনে হয় না। কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতোই বার্কলে একই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করছেন। ইয়োরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না। কাজেই তা পড়িয়ে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।”

ধর্মীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন ও মত্ত সেই যুগে সত্যের সাধনায় কতটা নিষ্ঠাবান থাকলে, কত গভীরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থাকলে একজনের পক্ষে

বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব এবং কতটা চারিত্রিক বলিষ্ঠতা থাকলে এভাবে এই রকম একটা চিন্তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা যায়, সেটা উপলব্ধি করাও আজ অনেক কঠিন। এইখানেই এ দেশের রেনেসাঁসের চিন্তার পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন আনলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর চিন্তা ও কর্মজীবনের দার্শনিক ভিত্তি হল সেকুলার মানবতাবাদ।

ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যাসাগর ধর্মীয় ভাবধারা থেকে মুক্ত যুক্তি, পরীক্ষিত সত্য এবং বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই চলতে চেষ্টা করেছেন। ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগটাই ছিল বস্তুবাদের যুগ। বেকন, হবস, লক, স্পিনোজা, লামেটিয়ারদের বক্তব্য নিয়ে তখন ইউরোপে বস্তুবাদের জোয়ার চলছে। বস্তুবাদকে ভিত্তি করে কান্টের অজ্ঞেয়বাদ, ফুয়েরবাখের মানবতাবাদ ইত্যাদি এসেছে। এইসব চিন্তার সাথে বিদ্যাসাগরের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিদ্যাসাগর ঈশ্বর মানতেন না,

আসাম

বাঙ্গালোরে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন
প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এইচ এস দোরেস্বামী

পূজা-আর্চায় বিশ্বাস করতেন না, তবুও এ দেশে কিন্তু তাঁর প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন না, তা জেনেও রামকৃষ্ণ

ভোপাল

বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমার জীবনে দু’জন বড় মানুষ, একজন রামকৃষ্ণ, আর অপরজন বিদ্যাসাগর। বিবেকানন্দ একদিন ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নেই যার উপর তাঁর প্রভাব পড়েনি। অথচ সে সময় এ দেশে প্রচলিত গভীর বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর না মানলে, ভগবান না মানলে চরিত্র হয় না, মানুষ বড় হয় না। বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও কর্মসাধনা আমাদের দেখায়, ধর্মকে বাদ দিয়েও উন্নত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে এবং সমাজে তার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। একজন বলিষ্ঠ সেকুলার হিউম্যানিস্ট হিসাবে বিদ্যাসাগর মনে করতেন, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় এবং ধর্মবিশ্বাসীর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর আঘাত করা উচিত নয়। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক মূল্যবোধের আজ আর কোনও প্রয়োজন নেই। আজ বিজ্ঞানভিত্তিক মানবকেন্দ্রিক মূল্যবোধ প্রয়োজন। এই নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ছাত্রদের ইংরেজি শেখাও, ‘মিল’-এর (জে এস মিল) লজিক পড়াও। সংস্কৃত শিখিয়ে কুব্জ হয়ে যাওয়া এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করা যাবে না। এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করতে হলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাকে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ইংরেজি শিখলে দেশের যুবকরা তার মাধ্যমে ইতিহাস, লজিক ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হবে, ইউরোপের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবে। অথচ বিজেপি আবার সংস্কৃত শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনছে। বিদ্যাসাগর যে বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেন, সেই বেদান্তের চর্চার জন্য বেদান্ত বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে।

বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন যাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে নারীর জাগরণ হয়, তারা ধর্মীয় চিন্তামুক্ত হয়, নারীদের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম, অধিকার ও স্বাধীনতাবোধ আসে। এর জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, জেলার পর জেলায় গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়িয়েছেন, একের পর এক স্কুল স্থাপন করেছেন। অথচ হিটলারের মতো বিজেপি-আরএসএস নেতাদের বক্তব্য, রান্নাঘরই হল নারীদের যথার্থ স্থান। তাঁরা নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিরোধী। সতীদাহ, বাল্যবিবাহকে বিজেপি নেতারা মদত দিচ্ছেন। কয়েক মাস আগে রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির এক নেত্রী বাল্যবিবাহ চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাইলেন। প্রধানমন্ত্রী সহ কোনও নেতাই তার বিরোধিতা করেননি।

মজফফরপুর

বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষা-বিস্তারের কর্মসূচির একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি যে চিন্তায় বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেকুলার মানবতা। তার প্রচার হোক, চর্চা হোক। আধুনিক মন জাগুক, শিক্ষিত মন ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হোক। বিজেপির প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন রাজনীতি বিদ্যাসাগরের চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিজেপি বিজ্ঞানের চর্চা, যুক্তির চর্চাকে মারতে চায়, ধর্মীয় চিন্তা, কুসংস্কারকে ফিরিয়ে আনতে চায়, যুক্তির পরিবর্তে বিশ্বাসকে বড় করে দেখাতে চায়। তাই প্রধানমন্ত্রী সহ সব বিজেপি নেতারা মহাভারতের যুগে ইন্টারনেট ছিল, সীতা টেস্টটিউব বেবি হিসেবে জন্মেছিলেন, গণেশের হাতির মাথা প্লাস্টিক সার্জারির উদাহরণ প্রভৃতি নানা যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক হাস্যকর দাবি জোর গলায় প্রচার করে চলেছেন। আসলে ফ্যাসিবাদী আদর্শের ধারক বাহক হিসাবে এরা চায় দেশের মানুষের চিন্তা থেকে যুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক মননকে বিসর্জন দিতে। কারণ বৈজ্ঞানিক মনন, বিজ্ঞানের যুক্তির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সত্যসন্ধানী মানসিকতাকে এরা ভয় পায়। এদের লক্ষ্য, দেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা-মনন-বিশ্বাসে বিজ্ঞানবিরোধী অন্ধ ধারণা ও কুসংস্কারকে গেঁথে দেওয়া, যাতে হিন্দুত্ববাদের প্রভাব সমৃদ্ধ উগ্র জাত্যভিমান ও মৌলবাদী ভাবনায় তাদের প্রভাবিত করা যায়। যুক্তিভিত্তিক ক্রিয়ার বদলে এরা চায় জনসাধারণকে হুকুম পালন করার যন্ত্রে পরিণত করতে। এইভাবেই তারা একদিকে তৈরি করতে চায় হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক, যা তাদের গদি দখলের সুবিধা করে দেবে, অন্য দিকে এই পথেই দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চায়।

চারের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

কলকাতার রাসবিহারী-আলিপুর এস ইউ সি আই (সি) আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড কৃষ্ণধন (দুলু) ব্যানার্জী নিউমোনিয়া ও সেপসিসে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ অসুস্থতার পর ২২ এপ্রিল ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

১৯৬৫ সালে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে কালীঘাট এলাকায় বর্তমান ৮৩ নং ওয়ার্ডে প্রার্থী ছিলেন বর্তমানে দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। এই নির্বাচনী সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কমরেড দুলু ব্যানার্জী দলের সাথে যুক্ত হন। সেই সময়ে কালীঘাট এলাকায় দলের কাজকর্মের দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক সম্পাদক, দলের রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সাধনা চৌধুরীর সান্নিধ্যে ও পরিচর্যায় কমরেড ব্যানার্জী এলাকায় দলের কাজে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের সমর্থনে শান্তিপূর্ণ মিছিল থেকে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার অন্যান্যদের সাথে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বহুদিন জেলে আটক থাকতে হয়। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দলের সংগঠিত সকল গণআন্দোলনেই তাঁর অংশগ্রহণ ছিল আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কমরেড রণজিৎ ধর কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর থাকাকালীন নাগরিকদের পুর-সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে দীর্ঘদিন তাঁর সহকারী হিসাবে তিনি কাজ করেছেন।

কালীঘাট শরৎ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পুরোপুরি অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি পাঠাগারে শিক্ষকতা করেছেন। পাঠাগার পরিচালিত সাপ্তাহিক ফ্রি হোমিওপ্যাথি ক্লিনিক দেখাশোনার বিশেষ দায়িত্ব ছিল তাঁর। তাঁর মৃত্যুসংবাদে এলাকার বহু মানুষ শোক প্রকাশ করেন।

হাসপাতাল থেকে মরদেহ প্রথমে তাঁর কর্মস্থল গণদাবী প্রেসে আনা হয়। সেখানে কমরেড শিবাজী দে সহ অন্যান্য কমরেডরা মাল্যদান করেন। কালীঘাটে তাঁর মরদেহে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, পলিটবুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধরের পক্ষে কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ি, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কেয়া দে, কমরেড সাধনা চৌধুরী সহ এলাকার বহু পার্টিকর্মী ও সাধারণ মানুষ। তিনি দেহ দান করেছিলেন বলে তাঁর মরদেহ এস এস কে এম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৫ মে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় কালীঘাট এলাকায়। বক্তব্য রাখেন কমরেডস সাধনা চৌধুরী, জগন্নাথ বসু, কে জি সাহা। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড করুণা ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন।

কমরেড দুলু ব্যানার্জী লাল সেলাম

‘তাঁহার প্রধান গৌরব অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব’

দেশাচারের দাস নহি

(পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহের সংকল্পের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠির একাংশ)

... ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক।... আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদযোগ গ্রহণ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম।... বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন অমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব,

দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা

তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না।... আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না।... ইতি— ৩১ শে শ্রাবণ (১২৭৭ সাল)

‘ধর্ম কী, তা জানার দরকার নাই’

কয়েকজন ভদ্রলোক একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে। বললেন— বিদ্যাসাগর মহাশয়! ধর্ম নিয়ে বাংলাদেশে বড় হুলস্থূল পড়েছে। যার যা ইচ্ছা, বলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কিছুই ঠিকানা নেই। আপনি ছাড়া এ বিষয়ের মীমাংসা হবার সম্ভাবনা নেই।

বিদ্যাসাগার বললেন— ধর্ম যে কী, মানুষের বর্তমান অবস্থায় তা জানার উপায় নেই, এবং জানারও কোনও দরকারও নেই। ... পণ্ডিতমশায় পড়ানোর সময় যখন জিজ্ঞেস করতেন, ‘ঈশ্বর বোঝো তো?’, আমি বলতাম, ‘আপনিও যেমন বোঝেন, আমিও তেমন বুঝি, পড়িয়ে যাচ্ছেন পড়িয়ে যান।’ আমার কথা শুনে পণ্ডিতমশায় খুব হাসতেন।

বাবা আমার বিশ্বেশ্বর, মা অন্নপূর্ণা

বিদ্যাসাগরের পিতা-মাতা তখন কাশীতে। উনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কাশীর কয়েকজন ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে নামজাদা লোক হিসাবে কিছু টাকা-কড়ি দান করতে বললেন।

বিদ্যাসাগর বললেন, আমি কাশী দর্শন করতে আসিনি, পিতৃদর্শনের জন্য এসেছি। আমি যদি আপনাদের মতো বামুনকে কাশীতে দান করে যাই, তা হলে আমি কলকাতায় ভদ্রলোকের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আপনারা যত রকমের দুষ্কর্ম করতে হয়, তা করে, দেশ ছেড়ে কাশীতে এসে উঠেছেন। এখানে আছেন বলে আপনাদের যদি আমি ভক্তি-শ্রদ্ধা করে বিশ্বেশ্বর বলে মান্য করি, তা হলে আমার মতো নরাধম আর নেই।

সেই ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসাগর কে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কী তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না?

বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন—আমি আপনাদের কাশী মানি না। আপনাদের বিশ্বেশ্বর মানি না। সেই ব্রাহ্মণেরা রাগ করে বললেন— আপনি তাহলে কী মানেন? বিদ্যাসাগর বললেন—মাকে মানি, বাবাকে মানি। আমার বাবা আমার বিশ্বেশ্বর, আমার মা আমার অন্নপূর্ণা।

(তথ্য সূত্র ঃ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

‘দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব।’

খাঁটি হিউম্যানিস্ট

শিবদাস ঘোষ

... বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অভ্যুত্থান রেনেসাঁস আন্দোলনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। চারিদিকে ধর্মীয় কুসংস্কার আর কূপমণ্ডূকতার মধ্যে যখন শাস্ত্রের পণ্ডিত, টোলের পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ্য দাপটে সমস্ত সমাজটা

কেরালার কালিকট শহরে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কে সোমশেখর

ধুঁকছে, তার মধ্যে পচন ধরেছে— এই রকম একটা পরিবেশে এবং সময়ে সেক্যুলার মানবতাবাদী ভাবধারার একটা প্রকৃষ্ট প্রকাশ আমরা বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখতে পাই। যতদূর মনে হয়, বিদ্যাসাগর মশাই-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি আমাদের দেশে ধর্মীয় সংস্কারের পথে রেনেসাঁস আন্দোলনকে ধর্ম থেকে মুক্ত করে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাইতে চাইলেন। সেক্যুলার করতে চাইলেন।

বিদ্যাসাগরকে এ দেশের মানুষ বড় মানুষ বলে জানেন— তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, পূজা করেন। কিন্তু তাঁকে বুঝেছেন কয়জন? আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাইরের আচরণটা দেখে, তাঁর হাঁটুর ওপর কাপড় পরা এবং মাথায় টিকি রাখা দেখে তাঁকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বলেই ভাবেন। একথা ঠিক, বাইরে তাঁর

বিশাখাপত্তনম

শাস্ত্রকারের মতো এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের মতো বেশই ছিল। কারণ এ দেশটাকে তিনি বুঝতেন। কিন্তু ভিতরে তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ পরিবেশে একজন খাঁটি হিউম্যানিস্ট। তিনি ভারতীয় সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সভ্যতার একটা যুক্তিভিত্তিক সংযোগ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই, তাঁর বক্তব্য ছিল— ‘ছাত্রদের ইংরাজী শেখাও, মিলের লজিক পড়াও এবং তা সংক্ষিপ্ত কোর্স নয়, পুরো কোর্স পড়াও। তিনি বলেছিলেন, ‘শুধু সংস্কৃত শিখিয়ে ন্যুব্জ হয়ে যাওয়া এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করা যাবে না। এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করতে হলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাকে পরিচিত হবার সুযোগ দিতে হবে। ইংরাজী শিখলে দেশের যুবকরা তাদের মাধ্যমে ইতিহাস, লজিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হবে, ইউরোপের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবে।

‘কেউ মাথা নোয়াইতে পারে নাই’

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

... এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মানুষের কীরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যার কথা। সেই দুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙিতে পারিত, কেহ কখনও নোয়াইতে পারে নাই, সেই উগ্র পুরুষকার যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে, সেই উন্নত মস্তিষ্ক যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই, সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা, সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল— তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনন্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ— যাহারা কঠোর দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে— তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। আমাদের মতো যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধ মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের এই উদাহরণ কীরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

উত্তরাখণ্ড

গুণা

ভিওয়ানি

লক্ষ্ণৌ

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিজেপির চোখে গডসেরা তো ‘দেশভক্ত’ই

গোটা দেশের মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে ‘দেশভক্ত’ বলার স্পর্ধা দেখিয়েছেন সাধ্বী প্রজ্ঞা তথা প্রজ্ঞা ঠাকুর, যিনি মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত। এ হেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসের নায়িকাকেই লোকসভা ভোটে ভোপাল কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে বিজেপি! কিন্তু ভোটের মুখে দলের নেত্রীর এমন মন্তব্য যে সর্বনাশা! তাই দেশের মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদের সামনে পড়ে প্রজ্ঞাকে দিয়ে ক্ষমা চাইয়ে নিয়েছে বিজেপি।

কিন্তু নরেন্দ্র মোদি নাকি এতবড় অপরাধ এত সহজে নস্যাৎ করে দিতে রাজি নন। তিনি জানিয়েছেন, কিছুতেই প্রজ্ঞাকে তিনি ক্ষমা করতে পারবেন না। ক্ষমা না করে কী করেছেন তিনি? লোকসভা ভোটে প্রজ্ঞার প্রার্থীপদ বাতিল করেছেন? না, তিনি এসব কিছুই করেননি। তাহলে কি গান্ধীজির হত্যাকারীর এ হেন ভক্তকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জনগণের কাছে? না, তা-ও তাঁকে করতে দেখা যায়নি! এমনকী প্রজ্ঞাকে দল থেকে সাসপেন্ড করার সুপারিশও করেননি তিনি! তাহলে কী ব্যবস্থা হয়েছে প্রজ্ঞার? না, বিজেপির শৃঙখলা রক্ষা কমিটিকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দশ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদিরা ভালই জানেন, ততদিনে ভোটের ফল বেরনো, নতুন সরকার গঠন ইত্যাদি এসে যাওয়ায় মানুষের মন থেকে এই ঘটনা মুছে যাবে।

সোজা কথায়, প্রজ্ঞার মন্তব্যকে ঘিরে নরেন্দ্র মোদির আরও একটি নাটক দেখার সুযোগ মিলল দেশবাসীর। বিজেপি নেতাদের নাথুরাম গডসের প্রশংসা করার ঘটনা কি এই প্রথম ঘটল? এর আগে বার বার নরেন্দ্র মোদির দলের নেতারা নানা প্রসঙ্গে নাথুরামের কুকীর্তিকে সমর্থন করেছেন। ২০১৫-তে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য টুইট করে গান্ধী হত্যার পিছনে নাথুরামের যুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন। এবারেও প্রজ্ঞা ঠাকুরের মন্তব্যের পরে পরেই একের পর এক বিজেপি নেতা নাথুরামের প্রশস্তি গেয়েছেন। প্রজ্ঞার ‘দেশভক্ত’ মন্তব্যকে সমর্থন করে বিজেপি মন্ত্রী অনন্তকুমার হেগড়ে টুইটে লিখেছেন, ‘৭০ বছর পরে অবশেষে দেশবাসী গডসের সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। এ জন্য আমি আনন্দিত।’ বিজেপি এমপি নলিনকুমার কাটিলও টুইট করে গডসেকে উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিজেপির আর এক নেতা অনিল সৌমিত্রও প্রজ্ঞার সমর্থনে সোচ্চার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম দু’জনকে প্রজ্ঞার মতো করেই ছাড় দিয়ে দিয়েছে বিজেপি, সম্ভবত তাঁদের পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে। দেশের মানুষের সামনে নিজেদের মুখ রক্ষা করতে একমাত্র অনিল সৌমিত্রকে সাসপেন্ড করেছে দল। শুধু এই ঘটনাই নয়, গত কয়েক বছর ধরে উত্তর ভারতের নানা এলাকায় একের পর এক গডসের মন্দির তৈরি করেছে বা তৈরির পরিকল্পনা করেছে সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠরা। নরেন্দ্র মোদিকে কিন্তু সেসব আটকাতে বা তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেখা যায়নি! তাহলে আজ হঠাৎ এমন গান্ধীভক্ত সেজে প্রজ্ঞা ঠাকুরের উপর খড়্গহস্ত হওয়ার ভান কেন? আসলে ভোট বড় বালাই। তাই গান্ধী হত্যাকারীর পাশে দাঁড়িয়ে দেশের মানুষের ঘৃণার মুখোমুখি হতে চাননি নরেন্দ্র মোদি। তাহলে ভোট মিলবে না। অথচ আদর্শগত ভাবে মোদিদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে গডসের চিন্তাধারার ফারাক নেই। তাই আপাতত তা এড়িয়ে গিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাতে চেয়েছেন মোদিরা। সেই কারণেই বহুল প্রচারিত ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’-এর বিজ্ঞাপনে নরেন্দ্র মোদিকে ব্যবহার করতে হয়েছে গান্ধীজির অতি পরিচিত চশমার ছবি। গান্ধীজির অনুকরণে চরকার সামনেও হাঁটু গেড়ে বসে সাংবাদিকদের দিয়ে ছবি তুলিয়েছেন মোদি। কিন্তু এ সব যে নেহাতই ঠগবাজি, তা বুঝতে সময় লাগেনি মানুষের।

এর আগেও নাথুরাম গডসের থেকে দলের দূরত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করতে দেখা গেছে বিজেপি নেতাদের। এল কে আদবানি তাঁর স্মৃতিকথা ‘মাই কান্ট্রি, মাই লাইফ’-এ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে আরএসএস-এর সঙ্গে গডসে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্য সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন নাথুরামের ভাই গোপাল গডসে, যিনি ছিলেন গান্ধীহত্যা মামলার অপর অভিযুক্ত। দি ইকনমিক টাইমস পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে এক সাক্ষাৎকারে গোপাল বলেছিলেন, নাথুরাম, দত্তাত্রেয় এবং গোপাল গডসে— তিন ভাই-ই আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কোনও দিনই তাঁরা সংগঠন ছেড়ে চলে যাননি। গোপালের দৌহিত্র সাত্যকির বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে রিপোর্টটি যেখানে তিনি বলেছেন, “১৯৩২ সালে সাংলিতে থাকার সময় নাথুরাম আরএসএস-এ যোগ দিয়েছিলেন। আমরণ তিনি সংগঠনের বৌদ্ধিক কার্যবাহ ছিলেন। তাঁকে দল কখনও বহিষ্কার করেনি, তিনিও কখনও দল ত্যাগ করেননি ...।” এই সাত্যকির মা, গোপাল গডসের কন্যা হিমানি সাভারকর ‘অভিনব ভারত’ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাভারকর ১৯০৪ সালে। লক্ষণীয়, যে মালেগাঁও বিস্ফোরণের সঙ্গে প্রজ্ঞা ঠাকুরের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, তার পিছনেও ছিল ‘অভিনব ভারত’ সংগঠনটির হাত।

মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড ভারতের ইতিহাসে চরম লজ্জাজনক ও দুঃখজনক ঘটনা। গোটা দেশের মানুষের কাছে, এমনকী আদর্শগত ভাবে যাঁরা গান্ধীবাদ বিরোধী, তাঁদের কাছেও নাথুরাম গডসে একজন ঘৃণিত মানুষ। ফলে দেশের মানুষের কাছে নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে, গডসের হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতাই থাক, বিজেপি কোনও দিনই তা জোর গলায় বলার সৎ সাহস দেখাতে পারেনি। সেখানেও দেশবাসীর সঙ্গে আগাগোড়াই প্রতারণা করে গেছেন নেতারা। এবার প্রজ্ঞার ঘটনায় সেই ঠগবাজির আলখাল্লাটাই আবার গায়ে চাপালেন নরেন্দ্র মোদি।

বিজেপি অন্ধকারের শক্তি

দুয়ের পাতার পর

বিদ্যাসাগরের যুগ আলোকপ্রাপ্তির যুগ। শুধু এ রাজ্য নয়, দেশজুড়ে সেই আলো সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল। আধুনিক সভ্যতা সেই আলোকপ্রাপ্তির ফল। বিজেপি অন্ধকারের শক্তি। বিদ্যাসাগরের চিন্তা এ রাজ্যে বিজেপির রাজনীতির এগোনোর পথে প্রধান বাধা। তাই সেই আলোকপ্রাপ্তিটাকেই সে ধ্বংস করতে চায়। বিদ্যাসাগরের উপর আক্রমণ, সেই আলোকপ্রাপ্তির উপর আক্রমণ, নবজাগরণের চিন্তার উপর আক্রমণ। কিন্তু দেশের মানুষ বিজেপির এই আক্রমণ কোনও ভাবেই মেনে নেবে না। তাই শুধু বাংলা নয়, বিজেপি দুষ্কৃতীদের এই তাণ্ডবে সারা দেশ জুড়ে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সর্বত্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। যার ফলে বিজেপি নেতারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তাঁরা পঞ্চধাতুর মূর্তি গড়ে দেবেন। তাঁরা যদি মূর্তি না ভেঙে থাকেন তবে মূর্তি গড়ার কথা প্রধানমন্ত্রী বলছেন কেন?

তমলুক

মেদিনীপুর

বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষপূর্তি আসন্ন। এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের নীতি-আদর্শ ও জীবনসংগ্রামের ব্যাপক চর্চা ও প্রসারই হবে তাঁর উপর অন্ধকারের শক্তির এই আক্রমণের যোগ্য জবাব। আসুন, সেই যোগ্য জবাবই আমরা বিজেপিকে দিই।

শিলিগুড়ি

ন্যায়সঙ্গত ছাত্র-আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান

একের পাতার পর

বহির্ভূত দেশগুলির ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫ ও ১০গুণ!)। এই ঘৃণ্য ফরমানের বিরুদ্ধে সমস্ত ছাত্রছাত্রী প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সামিল হয়েছেন। প্রায় প্রতিদিনই বিক্ষোভ-অবস্থান-মিছিল-ঘেরাও করছেন। গড়ে তুলেছেন ছাত্রছাত্রীদের ঐক্য মঞ্চ। লজ্জার বিষয়, রবীন্দ্রচিন্তাকে দু’পায়ে মাড়িয়ে শিক্ষার পণ্যায়নে ব্যগ্র কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ একদিকে রবীন্দ্রপূজার চমক দেখাচ্ছেন অন্য দিকে মেধাকে শান্তিনিকেতন থেকে বিতাড়িত করছেন। আরও লজ্জার, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে উপাচার্য আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করছেন না। টানা কয়েকদিন আন্দোলনের চাপে বিশেষত ১৯ মে মধ্যরাত পর্যন্ত রেজিস্ট্রারকে ঘেরাও-এর ফলে ২১ মে ছাত্রদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছেন।

আমরা ন্যায়সঙ্গত দাবিতে আন্দোলনকারী এই ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি ও অযৌক্তিক বিপুল ফি-বৃদ্ধি বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে তার পাশে দাঁড়াতে সারা রাজ্যের ছাত্রসমাজের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা দাবি করছি বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের উত্থাপিত অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এই দাবি মেনে অবিলম্বে সকল বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে হবে। রবীন্দ্রচিন্তা তথা সকলের জন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষাবিরোধী কোনও প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা চলবে না।’

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com